দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 JAN 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

আবারো নিষ্পত্তি করা হলো সরকারের আপিল

ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পদক্রম (ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স) নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের আপিল আবারো নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এর আগে ছয় জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আপিলটি নিষ্পত্তি করেছিলো। সে সময় দেয়া আদেশে বলা হয়েছিল, সংযোজন, সংশোধন, পর্যবেক্ষণ ও অভিমতসহ আপিল নিষ্পত্তি করা হলো।

গত বৃহস্পতিবার আপিলের ওপর অধিকতর শুনানির জন্য পুনরায় বিষয়টি কার্যতালিকায় আসে। গতকাল রবিবার এ বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের ৫ বিচারপতির বেঞ্চ একই আদেশ দিয়ে সরকারের আপিল নিষ্পত্তি করে। অধিকতর শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষে এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও আবেদনের পক্ষে ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ অংশ নেন।

সরকারের কার্যপ্রণালী বিধি (রুলস অব বিজিনেস) অনুযায়ী, ১৯৮৬ সালে ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স তৈরি করে তা প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ। সরকার তা ২০০০ সালে আবার সংশোধন করে। সংশোধিত এই ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশনের তৎকালীন মহাসচিব জজ মো. আতাউর রহমান ২০০৬ সালে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। আবেদনে ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স তৈরির ক্ষেত্রে সাংবিধানিক পদ, সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংজ্ঞায়িত পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

আবারো নিষ্পত্তি করা

২০ পৃষ্ঠার পর

পদগুলো প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিচের ক্রমিকে রাখা হয়েছে দাবি করে এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। দীর্ঘ শুনানি শেষে ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও বিচারপতি মো. মইনুল ইসলাম চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ সরকারের প্রণীত ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স বাতিল ঘোষণা করে আট দফা নির্দেশনা দেয়। হাইকোর্টের ওই নির্দেশনায় বলা হয়, নতুন ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সের প্রথমেই সব সাংবিধানিক পদ গুরুত্ব অনুসারে রাখতে হবে। এরপর থাকবে সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংজ্ঞায়িত পদ। আদালত বলেছেন, জেলা জজদের পদ সংবিধানে উল্লিখিত পদ হওয়ায় সাংবিধানিক পদগুলোর পর পরই তাঁর অবস্থান হবে।